মেহেরপুরের খোকসাতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাওয়া হতদরিদ্রের ঘর পুড়ে ছাই

মেহেরপুর সদর উপজেলা খোকসা গুচ্ছগ্রামে কোহিনুর নামের এক হতদরিদ্রের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষনে ঘরের আসবাব পত্র, নগদ টাকা ও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে পাওয়া অনুদানের প্রায় দুই বস্তা শাড়ি কাপড় পুড়ে ছাই হয়েছে।

বছর খানেক আগে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সে ওই ঘরটি পায়। এর আগে সে মেহেরপুর কাথুলী সড়কের আমবাগান সংলগ্ন ফুটপাথে ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করতেন।

মেহেরপুর শহরে মাকে হত্যার অভিযোগে বাবাকে ধরিয়ে দিলেন মেয়ে

মাকে হত্যার অভিযোগ এনে বাবাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিলেন মেয়ে। ঘটনাটি মেহেরপুর শহরের পশুহাট পাড়া এলাকায়।
আজ মঙ্গলবার (৭ জুন) সকালের দিকে মেহেরপুর শহরের পশুহাট পাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির বারান্দা থেকে সকিনা খাতুন নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। সকিনা খাতুন ওই এলাকার বদর আলী বগা কসাইয়ের স্ত্রী।

নিহত সকিনা খাতুনের মেয়ে সুমনা খাতুন জানান, রাতে মায়ের সঙ্গে ঘরে ঘুমাতে যায়। একসঙ্গে ঘুমালেও ভোর রাতে মাকে বিছানায় না পেয়ে

ঘরের বাইরে খুজতে এসে বারান্দায় মায়ের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

সুমনা খাতুন আরও জানান, বাবা বদর আলী বগা প্রতিনিয়ত মাকে নির্যাতন করে আসছিলেন। রাতে তার মাকে হত্যা করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে বলে তিনি দাবি করেন। পরে সন্তানের অভিযোগের ভিত্তিতে সকিনার স্বামী বদরকে আটক করে সদর থানা পুলিশ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ পান থেকে চুন খসতেই বদর আলী কসাই তার স্ত্রী সকিনাকে নির্যাতন করে আসছিলেন বলে করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

হত্যার অভিযোগে স্বামী বদর আলীকে আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বৃক্ষশোভিত নান্দনিক রুপের এক প্রতিচ্ছবি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ফার্ম। রাস্তার যতদূর চোখ যায়, দুধারে নারিকেল গাছের সারি আর সারি। এ যেন বৃক্ষশোভিত নান্দনিক রুপের এক প্রতিচ্ছবি।

ছায়াঘেরা উদ্যানের সড়কগুলোর দুধারে সারি সারি নারিকেল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য রশ্মির আলোকছটা। একটু দুরে চোখ পড়তেই দেখা যায় সবুজ আর সবুজ। যেন চারদিকে সবুজময়।বিপুল সৌন্দর্যের রাণী এই নিসর্গের প্রাণোচ্ছলতায় মন ভরিয়ে উঠবে। বৈচিত্রের সমারোহে ভ্রমণেচ্ছুদের গহীন মন বৃক্ষে বসন্তের নব পল্লবের আলোড়ন তুলবে।

ছবি ও তথ্য জুলফিকার আলী কানন

গাংনীতে নোংরা রাজনীতির উত্থান!

রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে ব্যক্তিগত আক্রোশের মধ্য দিয়েই নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগে। যার ফলে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্ম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিরা।

সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও তাদের নেতা কর্মীদের জনসভায় অশালীন বক্তব্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এ পরিস্থিতি।

জনসভায় হাজারও জনতার মধ্যে একে অপরের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করছেন এই শীর্ষ রাজনীতিবিদরা। এখন এই কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি রাজনীতি কেন্দ্রীক নয়, গড়িয়েছে ব্যক্তি ও পারিবারিক সদস্যদের পর্যন্ত। তাদের মৃত পিতা-মাতার চরিত্র নিয়েও বলতে শুরু করেছেন একে অপরে। জনসভায় নেতাদের অশ্রাব্য ও অশালিন বক্তব্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তৃণমুলের নেতা কর্মীরা।

বিশ্লেষণে জানা গেছে, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ মুলত ১৯৯৬ সাল থেকে কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাব উদ্দীন মেহেরপুর-২ আসনের দলীয় মনোনয়ন পান। সে দলীয় মনোনয়ন মেনে না নিয়ে স্থানীয় নেতা কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মকবুল হোসেনকে (টেলিভিশন মার্কা) প্রতিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাড় করিয়ে দিয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করান। তখন থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মকবুল হোসেন নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ আবারও বিভক্ত হয়ে পড়ে। সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন গ্রুপ ও বর্তমান জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক গ্রুপ।

মকবুল হোসেন গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চলেছে সংঘর্ষ, মামলা হামলা। এম খালেকের সাথে বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন, বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলসহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মকবুল হোসেন গ্রুপ ও এম এ খালেক গ্রুপের মধ্যে সংঘাত ও দলীয় কোন্দল মামলা, হামলা চলছিল।

২০০৭ সালে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদকের পদটি পান এম এ খালেক।

সর্বশেষ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন। সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর পরই স্থানীয় যুবলীগ তাদের অফিসের সামনে এমপিকে রাজাকারপুত্র বলে একটি ব্যানার টাঙিয়ে দেই। এর পরেই পক্ষ-বিপক্ষ হয়ে পড়েছে গাংনী আওয়ামী লীগ। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উত্তেজনা উৎকণ্ঠা। পক্ষে-বিপক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে একে অপর পক্ষের গীবত নিংড়ে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলকে সামনে রেখেও উপজেলা যুবলীগ অফিসের সামনে গাংনীর এমপির নামে রাজাকারপুত্র হিসেবে ব্যানার টাঙানো হয়েছে। পরে ব্যানারটি নামিয়ে নেয়াও হয়।

ব্যানারে ‘এমপি খোকনকে কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দুর্নীতিবাজ ও হাইব্রিডমুক্ত আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব চাই বলা হয়। এব্যানার টাঙানোর পরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গাংনীতে।’ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গাংনী থানা পুলিশ ব্যানার টাঙানোর পরপরই শহরে অবস্থান নেয়।
এ প্রসঙ্গে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন যে পথে হেটেছে আমিও তার পাল্টা পথে হেটেছি। সাহিদুজ্জামান খোকন আমাকে ও আমার পরিবারকে ছোট করেছে কটাক্ষ করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জবাব দিয়েছি। আমি তাকে একজন নেতা হিসেবে দেখিনি, এমপি হিসেবেও নয়। তার মধ্যে বেইমানী ছাড়া কিছুই নেই। তার শরীরে রাজাকারের রক্ত প্রবাহিত। তার সাথে আমার

প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই। বরং এমপি খোকন তার স্ত্রীকে দিয়ে আমার সাথে সাধারণ সম্পাদকের দলীয় ভোট করিয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, ১৯৮৩ সালে ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে আমার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ১৯৮৬ সালে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪ সালে দলের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলাম। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় বিএনপির জেল-জুলুমের শিকার হয়ে ২৯টি মামলা ও ছয়বার জেলে যেতে হয়েছে আমাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দল তাঁকে এমপি মনোনীত করেছে। দীর্ঘ ৩১ বছর আমি গাংনীতে নৌকার টিকিট নিয়ে এমপি হয়েছি। আমাকে যোগ্য হিসেবে দেখেই তৃণমুলের নেতা কর্মীদের মতামত নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তত্বাবধানে আবার দল আমাকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে রেখেছেন। একটি পক্ষ আমার প্রতি ঈর্ষানিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ও আমার পরিবারের বিরুদ্ধে নানাভাবে কটাক্ষ করে আসছেন। আমাকে নানাভাবে উস্কানিমুলক কথা বলে থাকেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তৃণমূল নেতারা বলছেন, প্রায় দেড় দশক ধরে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থায় অবস্থান করছিল। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেনের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। বিভক্ত রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়েছে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতা ও কর্মী জানান, আমরা এখন মুখ খুলতে পারবোনা। তবে এমপিকে বারবার উস্কানিমুলক কথা বলায় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানও চান এসব নেতাকমীরা।
বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হওয়ায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলছে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এ পরিস্থিতি শান্ত করতে দলের নেতা কর্মীদের এক সাথে বসে সমাধান করা উচিৎ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনটি সৃষ্টি হয়েছে বলে

মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করায় রাজনীতির কাজ। একে অপরের ব্যক্তিগত আক্রমন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে মানুষ রাজনীতি থেকে সরে আসবে। নতুন প্রজন্মও রাজনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। গাংনীর নেতাকর্মীদের এক অপরের প্রতি কটাক্ষ মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বেরিয়ে শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করার আহবান জানান তিনি।

নৌকার নির্বাচনী ক্যাম্পের নিরাপত্তা চাইলেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী!

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ওয়ার্ড ভিত্তিক ৫ টি নির্বাচনী অফিসের নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের রিাটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর এ আবেদন করেন তিনি।

পৌরসভা নির্বাচনের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার আবেদনে লিখেছেন, নির্বাচনের আচরণবিধি মেনে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি। কিন্তু, প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থীর ধারাবাহিক হুমকী, মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র, হামলা ও নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন ঘটনা আমার শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী কার্যক্রমকে মারাত্বকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। সেই প্রেক্ষাপটে যে কোনো সময় প্রতিদ্বিন্দ্বী প্রার্থী এবং তার কর্মী সমর্থকরা আত্মঘাতি কোনো কিছু ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে আমার জনপ্রিয়তায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি এই

বিষয় নিয়ে মারাত্বক উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি শেষ হওয়া কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ অতীতে এই পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিপক্ষ প্রাথীকে নানাভাবে ঘায়েল করার হীন ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করতে নিজেরাই নিজেদের অফিস আগুন দিয়ে বা হামলা করে প্রতিপক্ষের উপর সেই ঘটনার দায় চাপিয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থীর ওয়ার্ড ভিত্তিক ৫ টি নির্বাচনী অফিস চিহিৃত করে তার নিরাপত্তা প্রদান করে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার অনুরোধ জানান আবেদনে। এই আবেদনের অনুলিপি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সদর থানা পুলিশকেও দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে আওয়ামীলীগ মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন বলেছেন, আমার নির্বাচনী অফিসের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করার তিনি কে? তিনি তো নির্বাচনী উৎসবে যোগ দিতে পারছেননা। তাই বিভিন্নভাবে উস্কানিমুলক কর্মকান্ড করে নির্বাচন কমিশনকে বিব্রত করছেন। তার কোনো নেতা কর্মিও নেই। নির্বাচনী ক্যাম্পও নেই। তিনি ওয়ার্ডে নির্বাচনী ক্যাম্প করে নির্বাচনী উৎসবে যোগ দিক।

তিনি আরও বলেছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে বিভিন্নভাবে উস্কানি দিচ্ছেন। গতকাল রবিবার তার এক কর্মি দিয়ে নিজের প্রচার মাইক ভেঙ্গে আমার উপর দোষ চাপানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন। পরে সেটি প্রমানিত হয়েছে। আমার নির্বাচনী ক্যাম্পের নিরাপত্তা চাওয়া আইনগতভাবে বৈধ কাজ করেছেন কিনা এটাও প্রশাসনের দেখা উচিৎ।

গাংনী উপজেলার বালক ও বালিকা দল ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা চ্যাম্পিয়ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ২০২২ আয়োজিত খেলায়

গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ ১৭ বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলাবাসীর মুখ উজ্জল করেছে।

জানাগেছে, মেরেহপুর জেলার তিনটি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মোট ১৯টি দলের পর্যায়ক্রমে খেলায় অংশ গ্রহন করে। বিভিন্ন দলের সাথে লড়াই করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ-১৭ বালিকা দল ফাইনালে অংশ নেয়। গাংনী উপজেলা বালক দল ৯০ মিনিটের খেলায় ৩-১ গোলে মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।

একই সাথে সদর উপজেলা বালিকা দলের সাথে গাংনী উপজেলা বালিকা দল খেলায় গোল শুন্য অবস্থায় শেষ করে। পরে ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে ৩-২ গোলে গাংনী উপজেলা বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম,বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেলা পরিচালনা করেন মোঃ লিটন হোসেন, কুদ্দুস ও রেজাউল হক। খেলায় গাংনী উপজেলার খেলোয়াড়দের টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, ও কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তামজিদুর রহমান মুক্তি।

বালক ও বালিকা উভয় দলের অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলার দুটি দলই জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিভিন্ন মহল খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সাথে এই গৌরব অর্জনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে আনন্দ উল্লাস করেন ফুটবল প্রেমীসহ খেলোয়াড়বৃন্দরা।

গাংনীতে মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ। সমাবেশে মাদকের কুফল সম্পর্কে বর্ননা করেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জিবনে ফিরে আসার আহবান জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন ।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক ; সারাবছরই মেরামত তবুও বেহাল দশা

গ্রেডহীন ইট, নিম্মমানের বিটুমিন, পাথর দিয়ে জোড়াতালিভাবে সারাবছরই রাস্তা মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা তছরুপের মচ্ছব চালাচ্ছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগ। অথচ, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত মেহেরপুর অংশে সারা বছরই থাকে চলাচলের অযোগ্য। সড়কের অধিকাংশ স্থানই খানা খন্দে ভরপুর। কিন্তু বছরে সংস্কার কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয় সে তথ্য কেউ দিতে রাজি হননি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, খানা খন্দে আর গর্তে ভরা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া

আঞ্চলিক মহাসড়কটির মেহেরপুর জেলার অংশ। একটু বৃষ্টি হলেই দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায় পথচারীদের। বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হয়ে থেকে। তার ওপর দিয়ে কোনো গাড়ি গেলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। বিকল হয়ে পড়ছে গাড়ির যন্ত্রাংশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে যায় হাটু পানি। রাস্তাটি এখন যেন মেহেরপুর জেলাবাসীর গদের ওপরে বিষ ফোঁড়া!

মাঝে মাঝে সড়কটি মেরামত করে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ। খোয়ার পরিবর্তে গ্রেডহীন আস্ত ইট, আলকাতরা ও মানহীন সামান্য খোয়া দিয়ে মেরামত করছে সারা বছর। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার তা নষ্ট হয়ে যায়। এখান থেকে মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা পকেটস্থ হয় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের সদর উপজেলার আলমপুর, গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া, গাংনী মহিলা কলেজ মোড়, গাংনী ট্রাক টার্মিনাল এলাকা, গাড়াডোব পুড়াপাড়া, বাঁশবাড়িয়া, মালশাদহ, জোড়পুকুরিয়া, তেরাইল, অলিনগর, বামন্দী, ছাতিয়ান, বাওট, আকুবপুর, খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত খানাখন্দে ভরে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সড়কটির পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। তবুও প্রয়োজনের তাগিদেই এক রকম ঝুঁকি নিয়েই যান চলাচল করে। মাঝে মধ্যেই নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

বিশেষ করে গাংনী থেকে খলিসাকুন্ডি পর্যন্ত সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটির মধ্যে মেহেরপুর অংশে রয়েছে প্রায় ২৭ কিলোমিটার।

এ রাস্তাটিতে বেশ কয়েক বার সংস্কার করা হলেও মানহীন কাজের কারণে সংস্কারের ২/৩ মাস যেতে না যেতেই আবারও উঠে পড়েছে পিচ ও খোয়া। খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় আবারও চরমে জনদুর্ভোগ বেড়ে যায়। সারাবছরই জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে থাকে সড়ক বিভাগ। আবার কয়েকদিন পরেই রাস্তাটির পিচ পাথর উঠে যায়। যাত্রী পরিবহন ছাড়াও রোগী নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন এলাকাবাসী। সময় মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও ঘটে।

ট্রাক চালক মজনু ফকির, ইনতাজুল ইসলাম জানান, এ রাস্তাটিতে কি দূর্ভোগ পোহাতে হয় এটা বলে শেষ করা যাবেনা। মাঝে মধ্যে গাড়ির টায়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রাস্তার পাশে উল্টে প্রাণহানীর মত ঘটনা ঘটে। অনেক সময় গাড়ির গ্লাস খুলে পড়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর অ্যাম্বুলেন্স চালক আব্দুল মালেক বলেন, রাস্তাটি খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে চলাচল করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই প্রায় সময়ই আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়াতে যায় আমি।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়া এ সড়কের দায়ীত্বে রয়েছেন। তার কাছ থেকে রাস্তাটিতে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য গত দুই বছরে কি পরিমান অর্থ ব্যায় হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন স্বচ্ছতার ভিত্তিত্বেই কাজ করা হয়েছে। তবে আমাদের নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়না। আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে চাহিদাপত্র দিয়ে থাকি। সেখান থেকে পাথর, বিটুমিন, ইট, খোয়াসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী দেয়া হয়। সেখান থেকে সারাবছরই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

খরচের বিষয় জানতে তিনি মেহেরপুর সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ) মিজানুর রহমানের কাছে যেতে বলেন। মোবাইল ফোনে মিজানুর রহমানের কাছে থেকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মেহেরপুর অংশে গত দুই বছরের ক্ষুদ্র মেরামতে কত টাকার খরচ হয়ে জানতে চাইলে তিনি রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। সড়ক বিভাগের কোনো তথ্য সাংবাদিকদের জানাবেন না বলেও জানিয়ে দেন এই প্রকৌশলী।

মেহেরপুর সওজ এর নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ সড়কটির বিভাগীয় ভাবে মেরামত করে থাকে। রাস্তাটি প্রসস্ত করণের জন্য প্রায় ৬৬৫ কোটি টাকা একনেকে অনুমোদন হয়েছে জুনের পরে সেটির কাজ শুরু হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জিআর মামলার ১ ও সিআর মামলার ৩ জন। গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

রবিবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। পুলিশের পৃথক টীম এ অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় বেআইনি সমাবেশ করার অপরাধে বিভিন্ন ধারায় একটি ও মারামারির অভিযোগে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা রেকর্ড হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ সোমবার সকালের দিকে এসব আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর এমপিকে তুলোধুনা করলো নেতারা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি,দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা।
রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী বড়বাজার শহীদ রেজাউল চত্ত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাস্টার, শহিদুল ইসলাম শাহ, ফজলুর রহমান ফজল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।
গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কুটুক্তির প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা না বলে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তাদের পক্ষে কথা বলেছেন। আর এ কারণে সন্ধ্যার পর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আমার বাড়িতে জড়ো হয়ে এমপির বাড়ি ঘরে হামলা ও তাকে উচ্ছেদের দাবী করেছে আমার কাছে। আমি তাদের নিবৃত করেছি। বলেছি রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদের যায়গা আছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

তিনি বলেন, এমপির দেহে যে বিএনপি ও জামায়াতের রক্ত প্রবাহিত সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট মানহানিকর বংশগতভাবে কটাক্ষ করেছেন এমপি খোকন। তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে ফকিন্নির বাচ্ছা উল্লেখ করে এমএ খালেক বলেন, এমপি হওয়ার সাড়ে তিন বছর আগে তার নামে ব্যাংকে কোনো টাকা দেখাতে পারবে না। দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।

৭৫ লাখ টাকা খরচ করে উপজেলা সভাপতি হয়েছে বলে দাবী করে তিনি নাকি ৭৫ কোটি টাকা খরচ করে আগামীতে সংসদ সদস্য হবেন। তার জালা, বড় জালা, সভাপতি হয়েছে কোনো খবর নেই, কেউ তাকে ফুলের তোড়া সংবর্ধণা বা সম্মান দেইনি মর্যাদা দেইনি। সে সভাপতি হওয়াতে মানুষ টেনশনে পড়ে গিয়েছে। অথচ, মাত্র ১ মাস পর আমি জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১০/১২ দিন যাবৎ এলাকার শত শত মানুষ আমাকে লাইন ধরে সংবর্ধণা দিয়েছেন। এটা তার খুব জালা ধরেছে। অন্তরে বড় জালা। এই জালার কারণে সে আমার বিরুদ্ধে মঞ্চে আবোল তাবোল বলেছে।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাদের প্রয়োজনে কাউকে রাজাকার বলে, কাউকে হাইব্রীড বলেন, অনেক সময় এজন্য মানুষ ভাবে প্রতিপক্ষকে এভাবে বলা আমাদের কালচার। অনেক সময় আমরা বলে ফেলি সে রাজাকারের সন্তান। অনেকেই ধরে নেন ওটা কালচারেরই অংশ। খোকন আসলে রাজাকারের সন্তান তাও মানুষ ধরে নেই ওটাও কালচারের অংশ। আমরা প্রতিপক্ষ তাই হয়তো বলছি। কিন্তু অরজিনাল তিনি রাজাকারের সন্তান। অনেক রাজাকারকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সমাজে ভালভাবে চলাফেরা সব

কিছই করতে পারেন। আমরা তাকে রাজাকারের সন্তান বলতে চাইনা। খোকনের বাবা গনি বিশ্বাস, অত্যাচারী, অগ্নি সংযোগকারী, গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী রাজজাকার। যার কোনো ক্ষমা নেই। বেঁচে থাকলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হতো। আজকে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হতো। সেই রাজাকারের পুত্রকে রাজাকার বললে খুব জালা হয়।

ফ্রীডম পার্টির মামলায় জেল খাটার কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০০১ সালের পর অনেক মামলা হয়েছে আামার নামে। আমি অন্য কোনো মামলায় জেল না খাটলেও ফ্রীডম পার্টির মামলায় আমি জেল খেটেছি। ফ্রীডম পার্টির টাকা নিয়েছেন খোকন আমি তা যথেষ্ট প্রমাণ করতো পারবো।

তিনি বলেন ,২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের চিফ এজেন্ট ছিলেন খোকন। ৮৩ টি সেন্টারের মধ্যে আমার ৪০ টি সেন্টারে আমার এজেন্ট ছিলনা। যারা নৌকার সীল মেরে ছিলো তারাও নৌকার এজেন্ট ছিল। কিন্তু আমার এজেন্ট ছিলনা। সে আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে বিরোধী দলের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে। এধরনের বিশ্বাস ঘাতক কেউ করেনা। রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী যে চরিত্র ছিল তার বাবার যে রক্তের ধারা বিরাজমান। সেই রক্তের ধারা অনুযায়ী চরিত্র। ২৪ বছর যাবৎ আওয়ামীলীগের মুল সমস্যাকে খোকনের সৃষ্ট উল্লেখ করেন তিনি।তার উদ্দ্যেশ্য রাজাকার পরিবার থেকে আসা তাদের সুবিধা দেওয়া আর নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তার মুল উদ্যেশ্য।

তিনি সাম্প্রতিক কমিটি গঠণ নিয়ে বলেন আমি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে গাংনীতে রাজাকারমুক্ত কমিটি গঠণ করার জন্য বলেছি। সে আমাকে আসস্থ করেছেন। সম্মেলনের দিনে তিনি আমাকে একটি ম্যাসেজ দিলেন সেটিও আমি বিএম মোজাম্মেল হককে বলেছি। কিন্তু বিএম মোজাম্মেল সেটি করে করেই গেছে। আমরা যদি পাশ না করি শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের কমিটি যদি পাশ না করে সেটা পাশ হবেনা হবেনা হবেনা।